ঝিনাইদহে চুরি হওয়া ২৮টি মোবাইল উদ্ধার

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ২৮টি চুরি হওয়া ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।

বৃহস্পতিবার উদ্ধারকৃত এসব ফোন প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার অফিসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার ও সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ডিআইজ মুনতাসিরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্ধারকৃত ২৮টি ফোন মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেন।

এ সময় ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার, সাইবার ক্রাইম ইউনিটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু রাসেলসহ সাইবার ক্রাইম ইউনিটের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মোবাইল ফোন বিতরণকালে পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি ডঃ খন্দকার মহিদ উদ্দিন, বিপিএম বার এর নির্দেশনায় ঝিনাইদহ জেলায় একটি সাইবার ক্রাইম ইউনিট গঠিত হয়।

এই ইউনিট সাইবার অপরাধ দমনে সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজ করে থাকে। তারই অংশ হিসেবে জুলাই মাসে চুরি হওয়া ও হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ২৮ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে, যার আনুমানিক মূল্য ছয় লাখ ত্রিশ হাজার টাকা।

ঝিনাইদহে দুই তেল পাম্পকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহে মাপে কম দেওয়ায় দুই তেল পাম্পকে জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও ঝিনাইদহ

র্যাব-৬ যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় ঝিনাইদহের ইউসুফ ফিলিং স্টেশন ও কালীগঞ্জ উপজেলার মোচিক সমবায় ফুয়েল সার্ভিসকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঝিনাইদহ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ জিয়াউল হক ও ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কোম্পানি কমান্ডার শরিফুল আহসান উপস্থিত ছিলেন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ঝিনাইদহ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ জিয়াউল জানান, তেল কম দেওয়ার অপরাধে দুই পাম্প ৫০ হাজার টাকা করে মোট ১ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও তেল সরবরাহ করা মেশিন ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় পারুল খাতুন (৪৫) নামে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে।

গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার চাঁদবা-একতারপুর গ্রামে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ ঘটনায় ওই গৃহবধূর স্বামী মতিয়ার রহমান পলাতক রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, পারিবারিক কলহের জের ধরে প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়া হতো। মঙ্গলবার রাতে বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে পারুলকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখম করে মতিয়ার রহমান।

পারুলের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে মতিয়ার রহমান পালিয়ে যায়। পারুল ও মতিয়ার দম্পতির মিতা (২৪) ও রিতা (৮) নামে দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। নিহত পারুলের মাথায় ও হাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

নিহত পারুলের মেয়ে রিতা জানায়, মঙ্গলবার রাতে তার মাকে হত্যা করে বাবা। সে ফোন করে তার নানা বাড়িকে জানায়।

পারুলের ভাই মিজানুর রহমান জানান, পারিবারিক কলহের জেরে গত রাত ১২টার দিকে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। এ সময় স্থানীয়রা সেটি মীমাংসা করে দেয়।

এর পর রাত সাড়ে ৩টার দিকে তার বোনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় তার স্বামী। ছোট ভাগ্নি ফোন করে জানায় তার মাকে হত্যা করা হয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনর্চাজ আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। স্বামী মতিয়ার রহমানকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

ঝিনাইদহে মিথ্যা হত্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

গরুর শিংয়ের আঘাতে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছে এক ভুক্তভোগী পরিবার।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে করে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফতেপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান।

এসময় তিনি বলেন, দেড় বছর আগে মহেশপুর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের গরু ব্যবসায়ী সুলতান গরুর শিংয়ের আঘাতে আহত হয়। এরপর থেকে সে বিভিন্ন সময় চিকিৎসা নিয়ে আসছিল।

গত ৬ জুন পুরন্দরপুর গ্রামের হালিমা খাতুনের বাড়িতে সুলতান ও হালিমাকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করে তার দুই ছেলে রহিম ও রাসেল।

রাতে ওই ওয়ার্ডের মেম্বর মিজানুর রহমান ও পাশের ওয়ার্ডের মেম্বর

আরিফুর রহমানসহ সুলতানের ভাই ফরিদ হোসেনের উপস্থিতিতে সুলতান ও হালিমার বিয়ে হয়।

সকালে হালিমাকে নিয়ে সুলতান তার বাড়িতে গেলে বাড়ির লোকজন বাড়িতে ঢুকতে না দিলে ঢাকায় চলে যায়। সেখানে ১৩ দিন থাকার পর সুলতানের ভাই ফরিদ ও তার পরিবারের লোকজন মেনে নেওয়ার আশ^◌াসে গ্রামে ডেকে আনে।

সেখানে মারধর করে তাদের জোর করে তালাক দেওয়া হয়। ঘটনার কয়েকদিন পর অসুস্থ হলে গত ২৪ জুলাই যশোরে ভর্তি করা হয় সুলতানকে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চলতি মাসের ৩ তারিখে মারা যায়।

এ ঘটনাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে প্রতিপক্ষরা হত্যা মামলা দায়ের করেছে। এতে নির্দোষ ব্যক্তিদের আসামী করা হয়েছে।

সুলতান অভিযোগ করে বলেন, সুলতানের লাশ বাড়িতে আনলে শুরু হয় রাজনীতি। ওই এলাকার চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, পুলিশ হত্যা চেষ্টা মামলার আসামী জাহাঙ্গীর আমার ভাই মিজানুরের কাছে নির্বাচনে হেরে এটিকে হত্যা মামলা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে নির্দোষ ব্যক্তিদের হয়রানি বন্ধের পাশাপাশি মামলা প্রত্যহারের দাবী জানান তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানটাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করলেন ঝিনাইদহের ইমরান

যুক্তরাষ্ট্রের লেক্সিংটন সিটির বিখ্যাত ক্যানটাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of Kentucky) সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করলেন ঝিনাইদহের কৃতি ছাত্র জুবায়ের ইমরান।

তিনি সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজারের বিশিষ্ট কাপড় ব্যবসায়ি মোজাম্মেল বিশ্বাসের একমাত্র সন্তান। হরিনাকুন্ডু উপজেলার ৫নং কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য রায়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের মরহুম সনজের আলী বিশ্বাসের পৌত্র।

জুবায়ের ইমরান যুক্তরাষ্ট্রের লেক্সিংটন সিটির বিখ্যাত ক্যানটাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সাইন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছেন চলতি আগস্ট মাসে।

ছাত্র জীবনে জুবায়ের ইমরান অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল, ২০০৫ সালে উত্তর নারায়নপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এ প্লাস এবং ২০০৭ সালে যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সাইন্স বিভাগ থেকে ইন্জিনিয়ারিং পাশ করে ক্যালিফোনিয়ার স্ট্যাম্পফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি অর্জন করেন।

বর্তমানে তিনি আগস্ট-২০২২ থেকে ক্যানটাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সাইন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তার পরিবারের পক্ষ থেকে ইমরানের সুস্বাস্থ্য ও আরও উত্তর উত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করে সকলের নিকট দোয়া চেয়েছেন।

ঝিনাইদহে জাসদের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে জাসদের বর্ধিত সভা অনুস্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকালে শহরের উজির আলী হাই স্কুল এন্ড কলেজের মিলনায়তনে জেলা জাসদের উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্ত্তী’র সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ওবায়দুর রহমান চুন্নু। এছাড়া জেলা জাসদের সাধারন সম্পাদক ও জাতীয় যুব জোট কেন্দ্রীয়

কমিটির যুগ্ম সাধারন সম্পাদক শামীম আকতার বাবু, মাগুরা জেলা জাসদের সহ সভাপতি মিয়া ওয়াহিদ কামাল বাবলু, যশোর জেলা জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক শরীফ আহমেদ বাপ্পি, ঝিনাইদহ জেলা জাসদের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আজিজ খান, জেলা জাসদের দফতর সম্পাদক অধ্যাপক শাহানুর আলম, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা জাসদের সাধারন সম্পাদক মনিরুজ্জামান উজ্জল, জাসদ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক বিদ্যুৎ হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সভার সঞ্চালনায় ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মানিক।

বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথি ওবায়দুর রহমান চুন্নুসহ অন্যান্য বক্তারা বলেন, জ্বালানী তেল ও সারের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের কোন বিকল্প নেই। জ্বালানী তেলের দাম বাড়ার সাথে সাথে দেশের সব কিছুর দাম বেড়েছে। দ্রব্যমূল্যের মূল্যস্ফিতি এমন পর্যায়ে গেছে যা মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এই মূহুর্তে জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহরসহ নিত্যপণ্যের দাম কমিয়ে কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষের ক্রয় সীমার মধ্যে আনতে হবে।

ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুতের জিএম’র কর্মকান্ড নিয়ে মাঠে তদন্ত দল

পল্লী বিদ্যুতের তথ্য নিতে গিয়ে সাংবাদিকদের আটকিয়ে রাখা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে তথ্য নিতে বলা ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুতের জেনারেল ম্যানেজার ইসাহাক আলীর বিরুদ্ধে তদন্ত নেমেছে পল্লী বিদ্যুতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ২ কর্মকর্তা।

বাংলাদেশ রুরাল ইলেক্ট্রিশিয়ান বোর্ড, যশোরর সুপারিনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মোস্তফা কামাল ও ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুতের নির্বাহী প্রকৌশলী সিরাজুল ইসলাম ভুক্তভোগী সাংবাদিকদের কাছ থেকে লিখিত বক্তব্য সংগ্রহ করছেন।

গত ২৬ জুলাই ঝিনাইদহে পল্লী বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কে তথ্য নিতে যান কয়েকজন সাংবাদিক। তাদেরকে তথ্য না দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে তথ্য নিতে বলে অফিস থেকে বের করে দেন জেনারেল ম্যানেজার ইসাহাক আলী। এই ঘটনায় ক্ষুদ্ধ হয়ে পরেরদিন সকালে আরও কয়েকজন সাংবাদিক তথ্য নিতে যানে ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অফিসে।

তাদের সাথে বাক-বিতন্ডার এক পর্যায়ে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যদেরকে মেইন গেইট ও অফিস ভবনের গেইট বন্ধ করে দিতে বলেন। প্রয়োজনে গুলি ছোড়ার নির্দেশ দেন। এই সংবাদ শুনে ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে জড়ো হয় জেলায় কর্মরত আরও বেশ কিছু সাংবাদিক। তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজের ভুল স্বীকার করেন ইসাহাক আলী।

এই ঘটনা বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হলে প্রাথমিক একটি তদন্ত দল গঠন করেন পল্লী বিদ্যুতের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ।

রবিবার লাঞ্ছনার শিকার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন তদন্ত দলের সদস্যরা। ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে লিখিত বক্তব্য চেয়েছেন তারা। ঝিনাইদহের সিনিয়র সাংবাদিক নিজাম জোয়ার্দার বাবলু বলেন, জিএম সাহেব সাংবাদিকদের সাথে যদি এহেন আচরণ করতে পারেন।

তাহলে সাধারণ পা-ফাঁটা কৃষক, দিন মজুরদের সাথে কেমন আচরণ করেন আমাদের সেটাই প্রশ্ন। তথ্য চাইলে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে নেওয়ার কথা কেন বলবেন। জানা গেছে, সরকার ঘোষিত সিডিউল থেকেও কয়েকগুন বেশি সময় ঝিনাইদহে লোডশেডিং থাকছে। পল্লী বিদ্যুতের আওতায় থাকা সাধারণ মানুষ এই লোডশেডিং নিয়ে পড়েছেন মহা বিপাকে।

ঝিনাইদহে সন্ধানী লাইফের প্রতারণার ফাঁদে এক কর্মী

ঝিনাইদহে সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্সের প্রতারণার ফাঁদে পড়েছে সবুজ

আলী নামে এক কর্মী। তিনি এখন সহায় সম্বল বিক্রি করেও দায় মেটাতে পারছে না বলে জানা গেছে।

সবুজের পারিবারিক সূত্রে জানাগেছে ঝিনাইদহ জামতলা সড়কের বাসিন্দা মোটর শ্রমিক মোঃ মকবুল হোসেনের পুত্র সবুজ মিয়া, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। দুবেলা খেয়েপরে বেঁচে থাকতে সবুজ মিয়া ঝিনাইদহ সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্সে কম্পিউটার অপারেটর পদে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখে চাকুরী নেয়। কয়েক মাস সফলতার সাথে চাকুরী করার পরে ঝিনাইদহ শাখার উন্নয়ন অফিসার রাজু আহম্মেদ নামে এক ব্যক্তির প্রলোভনে পড়ে মৌখিক ভাবে অফিসের হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব নেয়। এই হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার সাথে সাথে তার নিকট থেকে জামানত হিসেবে ঝিনাইদহ ইসলামী ব্যাংকের ২০৫০১৭৫০২০৩১৯১৪০০ হিসাব নম্বরের একটি ফাঁকা চেক, যার নং গঝঝ ঘঙ-২১২৮৩২২ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গচ্ছিত রাখে।

সূত্র আরও জানায় বিভিন্ন অযুহাতে ২০১৯ সালের প্রথম দিকে সবুজকে ইন্স্যুরেন্সের চাকুরী ছাড়তে বাধ্য করে। তখন সমস্ত দায় দেনা মিটিয়ে সবুজ চলে আসে। তবে কৌশলে হেড অফিসে জমা আছে বলে তার জামানতের চেকটি রেখে দেওয়া হয় আর বলা হয় পরবর্তিতে ফেরত দেওয়া হবে।

এই অবস্থায় জামানতের চেকটি ফেরত না দিয়ে ২০১৯ সালের ২৪জুন সন্ধানী লাইফের পক্ষে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এ্যাড. মোঃ খলিলুর রহমান স্বাক্ষরিত একটি লিগ্যাল নোটিশ সবুজ কে দেওয়া হয়। তখন এই দরিদ্র পরিবারের মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। বিষয়টি শুরাহার জন্য ভুক্তভোগী সবুজ ও তার পরিবার মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকে। লিগ্যাল নোটিশে উল্লেখ করা হয়, সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের হোড অফিস, সন্ধানী লাইফ টাওয়ার, রাজউক প্লট নং- ৩৪, বাংলামটর, ঢাকা গিয়ে সবুজ মিয়া কোম্পানির পাওনা টাকা পরিশোধ বাবদ ৬লাখ ২১হাজার ৪৫০ টাকার একটি প্রদান করেন যা একই সালের জুন মাসের ১৬তারিখে ঝিনাইদহ শাখা হতে ডিজঅনার পূর্বক ফেরত দেওয়া হয়।

এবিষয়ে ভুক্তভোগী সবুজ মিয়া বলেন আমি অফিসে দায়িত্বে থাকা কালীন (২০১৮ থেকে ২০১৯) সময়ে গ্রাহকের সমস্ত টাকা উন্নয়ন অফিসার রাজু আহম্মেদের বেসিক ব্যাংক ঝিনাইদহ শাখার ৬৭১৪০১০০০০০৮১ নং জমা দিতাম, তার একাধিক জমা রশিদ ও হিসাব বিবরণীতে প্রমান রয়েছে এই রাজুর দায় আমার ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। তিনি আরও বলেন এটা আমার জন্য

একটা প্রতারনার ফাঁদ, আমি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান টাকা দেওয়ার সাধ্য আমার নেয়, আমি এই প্রতারণার হাত থেকে মুক্তি চায়।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের কর্মকর্তা রাজু আহম্মেদ বলেন সবুজ মিয়া সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্সে কম্পিউটার কাম হিসাব রক্ষকের চাকুরী করতেন। এ সময়ে গ্রাহকের টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে আত্মসাত করায় কোম্পানী তার নামে মামলা করেছে এর মধ্যে আমার কোন সম্পৃক্ততা নেয়। তিনি আরও বলেন আমার হিসাবে যা জমা দিয়েছে তা কমিশনের টাকা।

রাজু আহম্মেদের এই বক্তব্য অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হয়েছে কারন, ১৫ অক্টোবর ২০১৮ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সাল পযর্ন্ত মাত্র পাঁচ মাসে ২১লাখ ৭৫ হাজারেরও বেশী টাকা ব্যক্তিগত কমিশন হিসেবে ব্যাংকে জমা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্ত স্বাপেক্ষে প্রকৃত অপরাধীর বিচার দাবি করেন ভুক্তভোগী পরিবারটি।

হরিণাকুণ্ডুর সন্তান সাতক্ষীরায় এসপি পদে নিয়োগ লাভ

বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের পুলিশ সুপার (এসপি) পদমর্যাদার ৪০ জনকে বদলি করা হয়েছে।

বুধবার ৩ আগষ্ট রাষ্ট্রপতির পক্ষে এসপিদের এই আদেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব ধনঞ্জয় কুমার দাস স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বদলির আদেশ দেওয়া হয়। বদলিকৃত কর্মকর্তাদের মধ্যে এসবি’র পুলিশ সুপার কাজী মনিরুজ্জামান, বিপি-৭৬০৬১১৯৬৫৬ কে সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

কাজী মনিরুজ্জামান ২০০৬ সালে ২৫তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে উর্ত্তীণ হয়ে সহকারি পুলিশ সুপার পদে যোগদান করে পুলিশের

চ্যালেঞ্জিং পেশায় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে দেশ সেবায় ব্রতি হন। কর্মজীবনে তিনি ফেনিতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নুসরাত জাহান রাফি হত্যাকান্ডে জড়িত প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে আইনী কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সাহসী ভূমিকা রেখে দেশব্যাপি বিশেষ ভাবে আলোচিত হন।

ইতিপূর্বে তিনি শ্রীমঙ্গলে র‍্যাব -৯ এর প্রিহেনসিভ কমান্ডিং অফিসারসহ দেশের বিভিন্ন জেলাতে পুলিশ অফিসার হিসেবে সুনাম , সাহসিকতা , দক্ষতা ও নিষ্টার সাথে দায়িত্ব পালন করে নিজ ডিপার্টমেন্টে বিশ্বস্থতা অর্জনের পাশাপাশি তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। চৌকষ পুলিশ অফিসার হিসেবে তিনি একাধিকবার জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে অংশ গ্রহণ করে দেশের জন্য সুনাম আর খ্যাতি বয়ে আনেন। এছাড়া পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে তিনি ইংল্যান্ড , মিশর, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষন কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য কাজী মনিরুজ্জামান ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের বৈঠাপাড়ার সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি হয় তার নিজ গৃহে। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে হরিণাকুণ্ডু মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুনী প্রধান শিক্ষক মরহুম আলফাজ উদ্দীন স্যারের নিবিড় তত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা সফল ভাবে সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে এলাকার ঐতিহ্যবাহী হরিণাকুণ্ডু প্রিয়নাথ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক মানুষ গড়ার মহান শিল্পী মোসলেম উদ্দীন স্যারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সালে যশোর শিক্ষাবোর্ডের মানবিক বিভাগ হতে রেকর্ড পরিমান নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করেন।

কুস্টিয়া সরকারি কলেজ হতে ১৯৯৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বোর্ড স্ট্যান্ড করে তিনি এলাকাবাসির কাছে নিজ মেধার সফল স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হন। উচ্চতর শিক্ষা জীবনে তিনি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পারিবারিক জীবনে তিনি কাজী মরিয়মের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কাজী মরিয়ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে সুগৃহিনীর দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের দু ’সন্তানের মধ্যে প্রথম সন্তান একমাত্র পুত্র কাজী মুতাম্মীম মৌন এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং কনিষ্ঠ সন্তান কন্যা জারা ৫ম শ্রেণিতে অধ্যয়ণ করছে।

কাজী মনিরুজ্জামান শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে নিজ জনপদে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধা লালনের নিমিত্বে বৃত্তি প্রদান, কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে শিশুদের পৃষ্ঠপোষকতায় অবদারন রাখার পাশপাশি এলাকার বিভিন্ন মসজিদসহ ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আন্তরিক সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। বন্ধু বৎসল কাজী মনিরুজ্জামান বন্ধুদের কাছে জাহিদ নামে সুপরিচিত। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি বছরে একবার হলেও বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে নিজ উদ্যোগে নির্মল আনন্দের জন্য মিলন মেলার আযোজন করে বন্ধুত্বে বন্ধনকে চির অম্লান করে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বন্ধুরাও ছুটে এসে এসময় নিজেদের সুখ দুঃখের কথা অকৃপণ ভাবে ভাগাভাগি করেন। দুস্থ্য বন্ধুদের কল্যানে তার অকৃত্রিম সহযোগি -তা সকলে গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে থাকে।

এছাড়া মানবিক এই পুলিশ সুপার করোনাসহ বিভিন্ন দূর্যোগকালিন সময়ে তিনি এলাকার বিপন্ন নাগরিক সমাজের পাশে প্রিয় স্বজনের মত দাঁড়িয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। করোনা বিপন্ন কর্মহীন সময়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধা, আলেম-ওলামা, ইমাম-মোয়াজ্জিন, কবি-সাহিত্যিক, মানবাধিকার কর্মী, ভ্যান চালক, টেইলর কর্মী, কৃষক-শ্রমিক, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও তার অভিবাবকসহ অসুস্থ্য অসচ্ছল ব্যক্তিদের প্রতি নিরবে নিভৃতে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আসছেন।

সাতক্ষীরার নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কাজী মনিরুজ্জামান দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের মধ্য দিয়ে অনন্য নজীর গড়বেন বলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। আমরা তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

সাপে কামড়ানোর দু‘দিন পর নারীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে সাপের কামড়ে ফরিদা খাতুন (৪৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার কালাপাহাড়িয়া গ্রামের মওলা

মিয়ার স্ত্রী।

বুধবার সকালে নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। এর আগে গত ১ আগস্ট বিকেলে তাকে সাপে কাটে।

ফরিদার স্বামী মওলা মিয়া বলেন, ওইদিন বিকেল পাঁচটার দিকে গ্রামের মাঠ থেকে আমার স্ত্রীকে গোখরা সাপে কামড়ায়। তখন তাকে পাশের গ্রামের এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওঝা প্রায় দুই ঘন্টা ধরে ঝাড়ফুঁক দেয়। এতে সে সুস্থ না হওয়ায় প্রতিবেশিদের পরামর্শে সন্ধ্যা সাতটার দিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেও তার অবস্থার উন্নতি না হলে মঙ্গলবার চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিই। পরে ওইদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে নিয়ে আসি। আজ সকালে সে মারা যায়।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জামিনুর রশিদ জানান, সাপে কামড়ানোর প্রায় তিন ঘন্টা পর ওই রোগীকে হাসপাতালে আনা হয়। ওইদিন রাত আটটার দিকে তাকে অ্যান্টিভেনমের প্রথম ডোজ দেওয়া হয়। পরে রাত এগারোটার দিকে তাকে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়। কিন্তু রোগীর অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুস্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করি।

দেরি করে হাসপাতালে নিয়ে আসায় রক্তের সাথে বিষ মিশে মস্তিস্কের নার্ভাস সিস্টেম আরও দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে এই রোগীর মৃত্যু হতে পারে বলেও জানান এই চিকিৎসক।